গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দীর্ঘ দেড় যুগ পরে গাংনীতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিনশেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক।

আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ- সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডাম সুমন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

বক্তারা বলেন, সৈরাচারী ফ্যাসিষ্ট হাসিনা নিরীহ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হবে। পরাজিত খুনি হাসিনার দোষররা এখনো দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত আছে।

বক্তারা আরও বলেন, খুনী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। সৈরাচারী হাসিনা বিগত ১৭ বছর আমাদের পথে নামতে দেয়নি। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা নাশকতার মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। মিছিলে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে এবং খুনি হাসিনা বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়।

মেহেরপুরে ইমারত নির্মাণ ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং- ১২১৪) এর অবৈধ কমিটি বাতিল ও দ্রুত নির্বাচনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, সদস্য মোঃ নুরু বলেন, চলমান কমিটি দলিয় প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় আছে, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে পারেনা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা দেয় নাই, অফিস কার্যালয়ে ছাত্রদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে তিনজন অফিস কর্মকর্তা ৩-৬ জন অফিস কর্মকর্তা অফিস পরিচালনা করছে। এমনকি ইউনিয়নের তহবিলের হিসাব পর্যন্ত উক্ত কমিটি দেয়নি। ফলে সাধারন সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা অবিলম্বে অবৈধ কমিটি বাতিল করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এছাড়াও সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক ক্রিয়া সম্পাদন মোঃ খলিল, সদস্য সাইফুল ইসলাম, রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং শহীদ আবু সাঈদ সহ রক্ত দিয়ে নতুন বাংলাদেশ স্বাধীন করা শহীদদে রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৫টার সময় নতুন পাড়া চুলকুনি মোড়ে মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা সদর বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

এসময় বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবনেতা রেজা, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা মশিউল আলম দিপু, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মুকুল, ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সাত্তার মুকতা, বিএনপি নেতা রেজাউল করিম রেজা, জেলা যুবদলের নেতা মশিউর আলম দিপু খান, জেলা যা চাস সদস্য সচিব বাকি বিল্লাহ, মো ইসমাইল হোসেন, মাওলানা মোখলেসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে খালেক ও আহম্মেদ আলীসহ ৩৭ জনের নামে মামলা, অজ্ঞাত আরো ১০০ জন

মেহেরপুরের গাংনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে রেজানুল হক ইমন (২৫) বাদী হয়ে ধারা ২০০৯ সাল (সংশোধনী/২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)/১০/১১/২/১৩ ধারায় বিজ্ঞ “সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে” মামলাটি দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ-২০/০৮/২০২৪ মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম গাংনী থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে মামলাটি এফআইআরভ’ক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকার তোতা মিয়ার ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী তন্ময়।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কসবা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন (৩০), সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে জীবন আকবর (৩০), গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ধর্মচাকী গ্রামের মৃত ইসমাইলের ছেলে শাহিনুজ্জামান (২৫), চৌগাছা গ্রামের হান্নানের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা পিন্টু (২৮), গাংনী মাদ্রাসাপাড়ার খোকন দেওয়ানের ছেলে রেজাউল হক (২৫), গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু (৩৮), চৌগাছা গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে যুবলীগ নেতা মিলন (৪০), জালশুকা গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল (২৫), চৌগাছা গ্রামের মৃত আজিমের ছেলে রকিব(৩৮), থানাপাড়া এলাকার ইব্রাহিম জোয়ার্দারের ছেলে

হাবিবুর(২৮), শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলের ছেলে রমজান আলী (৪৫), মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে বান্টু (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার মৃত মোজাহার আলীর ছেলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক (৫৭), মৃত নুর হকের ছেলে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক (২২), শিমুলতলা গ্রামের হারান মন্ডলের ছেলে রাশি (৪০), জোড়পুকুর গ্রামের ফড়ং এর ছেলে ইমারুল (৪০), খোকার ছেলে ফয়সাল (৪০), ময়নাল হকের ছেলে খোকন (৪৫), হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসান (৩৮), গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার হাসেম ফকিরের ছেলে মনি (৪০), হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে ও রাইপুর ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বর) রাজু আহমেদ (৪০), গাংনী উত্তরপাড়া এলাকার সাবেক ছাত্রলীগের নেতা ও এমপি মকবুল হোসেনের পিএস শাহিদুজ্জামান শিপু (৪০), নওপাড়া গ্রামের কছিমদ্দীনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মুকুল হোসেন (৪৫), গাংনী র্যাব ক্যাম্পপাড়া এলাকার জালাল উদ্দীনের ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল (৪০), চৌগাছা গ্রামের মৃত জুলহাসের ছেলে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া (৫৫), মেহেরপুর ভূমি অফিসপাড়া এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে তুফান (৫২) সদর উপজেলার বুঁড়িপোতা গ্রামের মো: মামুন (৩৮) ও মো: সুমন (৩৫)।

মামলার বাদি রেজানুল হক ইমন বলেন, আদালতে এজাহার দিলে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় উপজেলা শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্বলন করতে গেলে আসামিরা দেশিয় অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, বাঁশের লাঠি সহ এসে ভয়ভীতি, খুন, জখম করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ

ভিতি সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ে। আসামীদের হামলায় এদিক সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী আছেন সন্দেহে শিবপুরে তল্লাশি, পাওয়া যায়নি তাকে

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন আছেন এমন সন্দেহে মেহেরপুরের শিবপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু এ সময় সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) রাত ৩টায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কবরস্থান পাড়ার একটি বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

সেখানে উপস্থিত স্থানীয়রা দাবি করেন, সোমবার রাত থেকে ফরহাদ হোসেন সেখানে অবস্থান করছেন বলে জানতে পারেন তারা।

একাধিক সূত্র থেকে এ তথ্য জানতে পেরে মেহেরপুর জেলা যুবদলের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী রাত পৌনে ১টা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে পৌঁছালে বাড়ির ভেতর থেকে বলা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সেনাসদস্যরা না এলে গেট খোলা হবে না।

এভাবে এক ঘণ্টারও অধিক সময় পার হয়ে গেলে সেখানে উপস্থিত হন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মুজিবনগর থানার ওসি। অতঃপর বাড়ির ভেতর থেকে গেটটি খুলে দেওয়া হলে বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। তবে তল্লাশি করে ফরহাদ হোসেনকে পাওয়া যায়নি।

পুলিশি অভিযানকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, আব্দুস সালম, মাসুদ,

বখতিয়ারসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী।

উপস্থিত জনগণ বলেন, প্রভাবশালী এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ফরহাদ হোসেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন খবর পেয়ে তারা বাড়িটি ঘেরাও করেন এবং পুলিশে খবর দেন।

অভিযান পরিচালনায় স্বচ্ছতার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকে বাড়িটির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং সন্ত্রাস দমন আইনে সদ্য দায়ের একটি মামলার আসামি ফরহাদ হোসেন শিবপুরের একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটকের জন্য বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বাড়িতে মানুষের উপস্থিতি ছিল এমন আলামত পাওয়া গেছে।

আপডেট: সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রীসহ ১৬৬ আসামি , কারা হলেন আসামি

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তাঁর স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা

চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহজামাল, শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি, বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন, মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবদুুল্লাহ বাপ্পি, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপন, স্টেডিয়ামপাড়ার সবুজের ছেলে জয় খান, ওমর আলীর ছেলে মো: দুলাল, গোরস্থানপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে মো: বাবলু, হোটেল বাজারের বিপ্লবের ছেলে মোঃ রাতুল, ঘাটপাড়ার কালুর ছেলে মোঃ অনিক, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মুকুলের ছেলে মোঃ সুইট, ছাত্রলীগ নেতা আমদহ গ্রামের দরুদ আলীর ছেলে মোঃ কুতুব উদ্দিন, চকশ্যামনগর গ্রামের নিফাজ বিশ^◌াসের ছেলে শামারুল, খোকনের ছেলে মহিবুল, আব্বাসের ছেলে রাশিম, সরকারি কলেজের দাড়োয়ান নওশাদ বাবলু,দিঘীরপাড়ার হাসেম আলী, হোটেল বাজারের আব্বাস আলীর ছেলে মোঃ আক্কাচ আলী, ভূমি অফিস পাড়ার তুফানের ছেলে মোঃ আলিফ, বোসপাড়ার বাদশার ছেলে মোঃ স্বাধীন, ফুলবাগানপাড়ার জিয়ার ছেলে মোঃ সাজ্জাদ, শিশু বাগানপাড়ার গোমেজের ছেলে মোঃ সম্রাট গোমেজ, উজুলপুর গ্রামের আসাদের ছেলে মোঃ আকাশ, স্টেডিয়াম পাড়ার আলালের ছেলে মোঃ আসিক, টিএণ্ডটি রোডের মান্নানের ছেলে মোঃ শুভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জুয়েল রানা, এশিয়ানেট মোড়ের মকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ বায়েজিদ, শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রিয়াদ আজিম, নতুন পাড়ার কাদেরের ছেলে মোঃ হৃদয়, তাহের ক্লিনিক পাড়ার আয়ুবের ছেলে মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ, মোঃ মোমিনুল হায়দার মোমিন, জে আর কাউন্টার পাড়ার দুলুর ছেলে ইমরান, যাদবপুর রোডের মৃত পাচু শেখের ছেলে যুবলীগ নেতা সারাফত আলী, টিএণ্ডটি রোডের ছামুর ছেলে মোঃ জাহিদ, তাঁতীপাড়ার মৃত তজিম উদ্দিনের ছেলে শরিফত আলী, শেখ পাড়ার মৃত মাজেদের ছেলে মোঃ নুরু দর্জি, তাঁতীপাড়ার আক্কাস আলীর ছেলে রায়হান, আব্দুর রশিদের ছেলে নুরুজ্জামান রাজিব, মৃত রেজাউল হকের ছেলে মো: রিপন, আবুল হোসেনের ছেলে মো: হাবিব, জটা শাহের ছেলে শাহাজাহান, মফিজুর রহমানের ছেলে মিজান, বড়বাজারের আনারুল ভাংড়ির ছেলে শাওন, মৃত মাবুদের ছেলে মো: রবিন, মৃত নকিব হেলালীর ছেলে ইমরান হেলালী প্রিন্স, মুখাজীর্পাড়ার মিন্টু খার

ছেলে জাহাঙ্গীর, ফুলবাগান পাড়ার উমর আলীর ছেলে শরিফ, সিন্দুর কোটা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে রকিবুল, আমঝুপি শেখপাড়ার শরিফ উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম সাগর, টিএণ্ডটি পাড়ার ছায়েম বিশ^◌াসের ছেলে রাহিনুরজামান পোলন (মাস্টার), নতুন পাড়ার মৃত ছামাদের ছেলে আশরাফ, চক্রপাড়ার কাওছারের ছেলে মো: তারিক, মালোপাড়ার বরকত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরন, ভুমি অফিস পাড়ার মৃত বাক্কার চেয়ারম্যানের ছেলে সুইট, নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ বকুল, স্টেডিয়াম পাড়ার রমজান আলীর ছেলে মো: রানা, ভূমি অফিসপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে মো: মিজান, ফতেপুর গ্রামের মৃত জটির ছেলে মিলন, নজরুল স্কুল পাড়ার মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে আবু হুরাইরা, বোসপাড়ার কায়দার ছেলে মোঃ আরিফ, স্টেডিয়ামপাড়ার মৃত মুক্তার আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, শেখ পাড়ার নুরুল হুদার ছেলে মো: হেদায়েত, শ্রমিক লীগ নেতা রাশেদ লতিফ, তাঁতীপাড়ার বাবলুর ছেলে শিশির, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মোঃ মাহফুজুর রহমান পলেন, বামনপাড়ার হযরত আলীর ছেলে মোঃ জুয়েল, ১ নম্বর ওয়ার্ডের আকতার শেখের ছেলে মো: সেলিম, ঘোষপাড়ার আখের আলীর ছেলে মো: হাসান, ১ নম্বর ওয়ার্ডের শামিমের ছেলে নয়ন, ঘোষপাড়ার সেকেন্দারের ছেলে মোঃ রাজ্জাক, আসান শেখের ছেলে নেহাল, ভুমি অফিস পাড়ার খবির শেখের রিন্টু রহমান, নতুন পাড়ার মৃত ইসলামের ছেলে শাহীন ইসলাম তানিম, ভূমি অফিস পাড়ার খবির শেখের ছেলে মো: তুফান, লর্ড মার্কেটের ঠিকাদার মোঃ আসলাম খান পিন্টু,নতুন পাড়ার জলিল শেখের ছেলে মো: কাদের, সিরাজের ছেলে মোঃ তানসেন, রফিকুলের ছেলে মোঃ ইব্রাহিম, ঘোষপাড়ার শ্রী গোপাল, রহমান ঘোড়ার স্ত্রী নাছিমা বেগম, মিশন স্কুল পাড়ার সোভন খান, পিয়াদাপাড়ার যুবলীগ নেতা ডালিম, জুয়েল রানা, স্টেডিয়ামপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে মুকুল, নতুন পাড়ার জাহানের ছেলে মো: রাজিব, সবুজের ছেলে হৃদয়, ঘোষপাড়ার মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে আতাউর রহমান, কুতুবপুর গ্রামের গফুরের ছেলে রকিব, বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত রহমতুল্লাহের মেয়ে হাসিনা খাতুন, মোজাম্মেলের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ ওমর ফারুক, রহমতুল্লাহের ছেলে মোঃ চাঁদ আলী,আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড ইব্রাহীম শাহিনের ছেলে তিশান, মেয়ে তিতলী, নতুন পাড়ার ধুলুর ছেলে মামুন, আমদহের ছেলে মৃত বরুহান আলীর ছেলে ফিরোজ আলী, নতুন পাড়ার আনারুলের ছেলে সাকিব, মোমিনের ছেলে আলা, কবি নজরুল সড়কের মৃত শফিউদ্দিনের ছেলে নাজিরুল ইসলাম, খান পাড়ার মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে জোহানী, নতুন পাড়ার হায়াত আলীর ছেলে সেলিম, জলিল কারির ছেলে মাসুদ, সুরাতের ছেলে শাহীন, দারিয়াপুরের কলিমদ্দিনের ছেলে

হুমায়ন কবির, ভূমি অফিস পাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ আবু, বোসপাড়ার বাহাদুর ড্রাইভারের ছেলে বাধন খান, ভুমি অফিস পাড়ার বাবলার ছেলে মাহফুজ, বুড়িপোতার রসিদুলের ছেলে রাশেদ খান, বাজিতপুর ক্যাম্পপাড়ার অদ্ভুতের ছেলে বাসারুল, হালদারপাড়ার সেলিমের ছেলে রবিন, শেখপাড়ার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে ফাহাদ, কুদ্দুসের ছেলে রুস্তুম, আমদহের আসিফ মীর, শাহজীপাড়ার হবির ছেলে রানা, কাশ্যবপাড়ার মিথেন, ঝাউবাড়িয়ার সৌরভ, দিঘীরপাড়ার আতিয়ার, মোঃ শিশির, ঘোষপাড়ার মোঃ বাদশা, কুলবাড়িয়ার মোঃ জুয়েল, মণ্ডল পাড়ার ছাত্রলীগ নেতা আবু মোরশেদ শোভন, উজুলপুরের মোঃ আকাশ, গোলামের ছেলে মোঃ বাঁধন, গাংনীর সেলিম, যুবলীগ নেতা সাজু, সিন্দুর কোটার মোঃ ইসমাইল হোসেন, হালাদার পাড়ার জাফর আলীর ছেলে মোঃ অনিক, ভুমি অফিস পাড়ার বাবলুর ছেলে মোঃ সোহাগ, বোসপাড়ার বাদশার ছেলে মোঃ স্বাধীন, কুতুবপুরের রকির স্ত্রী মোছাঃ রুমা খাতুন, পুরাতন পোস্টঅফিস পাড়ার লিখন, বোসপাড়ার মতি, আশকারের ছেলে হাসান, বেড়পাড়ার কাশেম কমাণ্ডারের ছেলে চুন্নি, পান্না, শেখপাড়ার মৃত কাকুর ছেলে সুমন, থানাপাড়ার মৃত দাউদ হোসেনের ছেলে মোঃ সেলিম, বলিয়ারপুরের বিল্লালের ছেলে মোঃ আনারুল, বেড়পাড়ার হোমিও চিকিৎ ইমদাদুম হক জীবন, কাশেম ডাক্তারের ছেলে জুয়েল, পিরোজপুরের আজাহারের ছেলে লালন, রবজেল মাস্টারের ছেলে সেলিম, মৃত মল্লিকের ছেলে মোঃ ডাবলু, রবজেল ধামার ছেলে বাবলু ধামা, মৃত কুদ্দুস মণ্ডলের ছেলে ই¯◌্রাফিল, মৃত খলিল বিশ^াসের ছেলে মোঃ সানি, আব্দুর রহমানের ছেলে মোঃ আতিয়ার, আজগারের ছেলে গাজী, মৃত কৃদ্দুস মেম্বারের ছেলে মোঃ ওদুদ।

মামলার বাদির আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ১৬৬ জনের নামে একটি সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় প্রথমে ১৯৫ জনকে আসামি করা হয়েছে এমন গুঞ্জন শোনা যায় এবং তার একটি খসড়া এজাহারও মেহেরপুর প্রতিদিনে পৌছায়। কিন্তু পরবর্তিতে ১৬৬ জনকে আসামি করা মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কয়েকজন আইনজীবীর সাথে কথা বলা হলেও তারা পরিস্কার কিছু বলতে চাননি। মেহেরপুর প্রতিদিন তার অনুসন্ধানী টিম কাজে লাগিয়ে মামলার এজাহার সংগ্রহ করে। যেখানে ১৬৬ জন আসামির নাম উল্লেখ রয়েছে। যার মামলা নম্বর ০১/২০২৪, তারিখ ১৯/০৮/২০২৪ ইং।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, আদালতে এজাহার জমা দিয়েছি। বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়েছেন। এর বেশি কিছু জানিনা।

মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, গত ৪ আগষ্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন কালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য পেশ করা অবস্থায় আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন সহ অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটর সাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ ভিতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আসামীদের হামলায় এদিক—সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন—জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে। ২য় ঘটনাস্থলে শহরের ভূমি অফিস মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। আসামীরা অজ্ঞাত শতাধিক অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্রসহ ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটরসাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়।

মেহেরপুরে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার বাদির আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ১৬৬ জনের নামে একটি সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলায় প্রথমে ১৯৫ জনকে আসামি করা হয়েছে এমন গুঞ্জন শোনা গেলেও পরবর্তিতে জানা যায় ১৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পরিস্কার করে কথা বলতে কেউই রাজি হননি।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, আদালতে এজাহার জমা দিয়েছি। বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়েছেন। এর বেশি কিছু জানিনা।

জানা গেছে, গত ৪ আগষ্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন কালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য পেশ করা অবস্থায় আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন সহ অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটর সাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ ভিতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আসামীদের হামলায় এদিক—সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন—জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে।

২য় ঘটনাস্থলে শহরের ভূমি অফিস মোড়ে শান্তিপূর্ণ গণজামায়েত ও দাবীর পক্ষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জন—সাধারণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। আসামীরা অজ্ঞাত শতাধিক অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা, চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্রসহ

ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটরসাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়।

মেহেরপুরে দুটি দোকানে অভিযান ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরে একটি বেকারি ও একটি ফলভান্ডারে অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (১৯শে আগস্ট) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ শহরের বড়বাজার এলাকায় এই অভিযান চালান। অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য পণ্য তৈরি, মিষ্টির মুল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা, মোড়কীকরণ বিধি যথাযথভাবে না মানা, লাইসেন্স না নিয়েও বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করাসহ নানা অপরাধে মেসার্স জোসনা বেকারীর মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪৪ ধারায় ২০ হাজার টাকা এবং পুর্বে সতর্ক করা স্বত্তেও ফ্রিজে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ চকলেট সংরক্ষণ করে বিক্রয়, মেয়াদ মুল্যবিহীন পণ্য বিক্রয় ও ফলের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে একই আইনের ৩৮ ও ৫১ ধারায় মেসার্স আসিফ ফল ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানের মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: মোমিনুল হক, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

কারা পেলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলায় প্রশাসকের দায়িত্ব

মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক, স্থানীয় সরকার উপপরিচালক (ডিডি এলজি) কে মেহেরপুর পৌর সভার প্রশাসক , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে গাংনী পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকার এতদ্বারা ‘জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা-৮২ক প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সকল (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত) জেলা পরিষদগুলোতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করলো।

আটটি বিভাগীয় জেলায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের (সার্বিক) জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫৩ জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা (ডিসি) জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া মেহেরপুরের তিন উপজেলার স্ব স্ব ইউএনওকে উপজেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

মেহেরপুরসহ ৬০ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অপসারণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা. আব্দুস সালামসহ ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

রোববার (১৮ আগস্ট) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত

প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এ ছাড়া আওয়ামী সরকারের আমলে নির্বাচিত ৩২৩ পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
সেই সঙ্গে ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করেও পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি করপোরেশনের আইন সংশোধনের আলাদা আলাদা অধ্যাদেশ গত শনিবার জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর থেকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় আওয়ামী লীগ সমর্থক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মেয়র, কাউন্সিলররা অনুপস্থিত থাকায় নাগরিক সেবা ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইন সংশোধনের এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।